মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের নামঃ বন অধিদপ্তর

শিরোনামঃ সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের মধ্যে অন লাইনে শেয়ারের অর্থ বিতরণ।

সমস্যাঃ সামাজিক বনায়ন এখন একটি সফল কর্মসূচী এবং এতে গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মহিলাসহ সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে যেমন তাদের জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন হয়েছে, তেমনি ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চলকে পুনরায় বৃক্ষাচ্ছাদনের আওতায় এনে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রেখেছে। আজ অবধি সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত বাগানে ৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৬২৭ জন উপকারভোগীকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে যার মধ্যে মহিলা ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৩৬ জন মহিলা উপকারভোগী। এ যাবৎ ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ১শত ৮৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৩০৯ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা ছিল শেয়ারের অর্থ বিতরণে দীর্ঘসূত্রিতা।

সমস্যাটি সমাধানের জন্য সামাজিক বনবিভাগ, রাজশাহীতে পাইলট আকারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত বন বিভাগে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৩২ হাজার ১ শত ৪৬ জন (পুরুষ- ২২ হাজার ৬ শত ৩৯ জন এবং মহিলা ৯ হাজার ৫ শত ৭জন)। ইতোমধ্যে ৭ হাজার ৮ শত ৯২ জন পুরুষ এবং ১ হাজার ৭ শত ৭৬ জন মহিলা উপকারভোগীকে শেয়ারের অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে চলতি অর্থাৎ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অল্প সময়ে ভোগান্তি ব্যতিরেকে অনলাইনের মাধ্যমে ৪৩৩ জন উপকারভোগীর নিজস্ব একাউন্টে শেয়ারের অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

উপকারভোগীর মধ্যে শেয়ারের অর্থ বিতরণের প্রক্রিয়া হচ্ছে: প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র সহ (ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের অনুলিপি, চুক্তিনামার অনুলিপি এবং উপকারভোগীর মৃত্যুবরণ/বিবাহ বিচ্ছেদের কারনে ওয়ারিশ সার্টিফিকেট) আবেদন পত্র ফরেষ্টারের কার্যালয়ে দাখিল →যাচাই বাছাই এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ→পরীক্ষান্তে সহকারী বন সংরক্ষকের কার্যালয়ে প্রেরণ→ পরীক্ষান্তে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ→বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতে সকল উপকারভোগীর নামে চেক ইস্যু এবং চেক বিতরণের জন্য দিন নির্ধারণপূর্বক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন। এ প্রক্রিয়ায় একজন উপকারীরভোগীর চেক প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ইতোপূর্বে চেক প্রাপ্তিতে প্রায় ৬ মাসের অধিক সময় ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও উপকারভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠী হওয়ায় চেক বিতরণের দিনে সে তার দৈনিক কর্ম এবং আয় থেকেও বঞ্চিত হয়েছে এবং প্রত্যন্তাঞ্চল থেকে শহরে চেক নেওয়ার জন্য আসার কারনে সময় এবং অর্থের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়াও নির্দিষ্ট দিনে উপকারভোগী কোন কারণে উপস্থিত না হতে পারায় পরবর্তীতে চেক প্রাপ্তিতে ভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অনেক চেক একসাথে প্রদানের কারণে একজনের চেক অন্যজনের কাছে অথবা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উপকারভোগী নয় এমন ব্যক্তিও চেক গ্রহণ করতে পারে। উপকারভোগীর কাগজপত্র এবং একাউন্ট পরীক্ষান্তে অনলাইনে শেয়ারের অর্থ বিতরণ উদ্ভাবনের ফলে স্বল্প সময়ে ভোগান্তি ব্যতিরেকে নিজস্ব একাউন্ট এর মাধ্যমে উপকারভোগীর টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। উদ্ভাবনী পন্থায় স্বল্প সময়ে ভোগান্তি ব্যতিরেকে জনগণকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে যা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।